দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN. 25 1999 ... পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১৩ ...

হারুন হাবীবের সমাজ দর্শন

কলকাতা বইমেলা ও প্রাসঙ্গিক একটি প্রস্তাব

বাংলা ভাষাভাষীদের দুই দেশ আর সীমান্তে প্রাচীর থাকলেও বই আমাদের এক বড় সংযোগ। বই আমাদের একজনকে আরেকজনের কাছে নিয়ে যায়। আপন করে। বাংলাভাষার বই, বিশেষত সাহিত্য, ওদের আর আমাদের, এমন কথা কেউ কেউ বললেও শেষ পর্যন্ত তাই সেটা ধোপে টেকে না। কারণ ভাষা সাহিত্যের কোন সীমান্ত নেই। নেই আমাদের নিজের ভাষা সাহিত্যেরও। বাংলা সাহিত্য যদি আমরা বলি- তাহলে তা গোটা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের সাহিত্যকেই বলতে হবে। বাংলাদেশের বা আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গের বা উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলাভাষী অঞ্চলের সাহিত্যকে তাদের নিজেদের সাহিত্য বলে চালানো যেতে পারে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে ধরতে হলে গোটা বাংলাভাষী অঞ্চলের সাহিত্যকেই ধরতে হবে। এখানে বিভাজনের কোন সুযোগ নেই। আলাদা হবার বা আলাদা করারও জো নেই। আমাদের ভাষা এবং সেই সাথে ইতিহাস আর ঐতিহ্য আমাদেরকে এমনই বেঁধে দিয়েছে।

কলকাতা বইমেলা সুপ্রাচীন হলেও ওখানে আমার আজ পর্যন্ত একবারও যাওয়া হয়নি। কলকাতায় অনেকবারই গেছি, কিন্তু বইমেলায় নয়। প্রতি বছরই ভাবি, যাবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠে না। নানা সংকট এসে ভিড় করে। এবার স্থির করেছিলাম যাবোই, বিশেষ করে বইমেলাটির এবারের 'থিম কান্ট্রি' হিসেবে যখন বাংলাদেশ। কলকাতা বইমেলার মতো একটি সুবিশাল পুস্তক-আয়োজনে যোগ দেয়াটা এমনিতেই এক বড় আনন্দের ব্যাপার। এর মধ্যে বাড়তি আগ্রহ বাংলাদেশ।

ইতিমধ্যে অবশ্য অনেক কিছু ঘটে গেল। মেলা আয়োজকদের অনুরোধে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের বইমেলা উদ্বোধন করবেন- এমনও স্থির হয়ে গেল। শুনলাম, প্রধানমন্ত্রী বইমেলা উদ্বোধনের পর যাবেন শান্তিনিকেতনে সম্মানসূচক ডক্টরেট নিতে, এরপর যাবেন কাজী নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়ায় এবং সেই সাথে কলকাতার সেই ঐতিহাসিক বেকার হোস্টেলে- যেখানে তার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভাগোত্তরকালে পড়ালেখা করেছেন। কলকাতা এবং ঢাকা- দুটোই অবিভাজিত বাঙালির। রাজনীতিগতভাবে আমরা যতই ভাগ হই না কেন- ইতিহাস আর ঐতিহ্য আমাদের ধরে রাখে।

জানুয়ারির ২৭ তারিখে বইমেলার শুভ উদ্বোধন হবে। এও শুনলাম, এই মেলায় যোগ দিতে সরকারি প্রতিনিধিদলে বহুসংখ্যক লোকজন যাচ্ছেন। এদের মধ্যে মাননীয় সংসদ সদস্য আর সরকারি কর্মকর্তা তো আছেনই, আছেন লেখক, প্রকাশক এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন। কোন একটি কাগজে পড়লাম সরকারি প্রতিনিধিদলটি করা হয়েছে ৮১ সদস্যের। দলটি যে বেশ বড় তাতে কোন সন্দেহ নেই। দলের একটি তালিকাও দেখলাম এক দৈনিকে। সেই তালিকা নিয়ে আবার কোন কোন সংবাদপত্রে বেশ সমালোচনাও হয়েছে। যেভাবে তালিকাটিকে তৈরি করা হয়েছে তাতে নাকি অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এদের আবার কেউ কেউ যে যাবেন না, এমনও ইঙ্গিত দিয়েছে পত্রিকাগুলো। প্রকাশকদের মধ্যেও বেশ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ৮১ সদস্যের সরকারি প্রতিনিধিদলে মাত্র চারজন প্রকাশক থাকবেন কেন? প্রশ্নটা অন্যায্য কিছু নয়।

কলকাতা ঢাকা থেকে দূরের কোন জায়গা নয়। আগে যাতায়াত দুরূহ থাকলেও এখন আর আগের মতো নেই। বাসে বা প্লেনে চেপে সামান্যক্ষণেই চলে যাওয়া যায়। তাই আগ্রহ থাকলে কলকাতা বইমেলায় অনেকে নিজের উদ্যোগেই যেতে পারেন। যানও সেভাবে অনেকে, প্রায় প্রতিবছরই। কিন্তু সরকার থেকে যখন এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন সেই উদ্যোগের একদিকে যেমন প্রশংসা আছে, তেমনি সুচারুরূপে তা করতে না পারলে উল্টো প্রতিক্রিয়াও আছে। সে প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিকও কিছু নয়।

আমাদের এখানে, অনেকের কাছেই, কলকাতা মানেই ভারত, অর্থাৎ এক 'হিন্দু রাষ্ট্র', অন্তত একশ্রেণীর ধান্ধাবাজ সাম্প্রদায়িক লোকের কাছে তো বটেই। এই শ্রেণীটিরই রাজনীতি ধান্ধায় বাঙালি মুসলমান গোষ্ঠির স্বাভাবিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে, ইতিহাস তার নির্ঘাৎ সাক্ষী। এই শ্রেণীটি বরাবরই চায় ঢাকা আর কলকাতার মধ্যে বিভেদ যত বাড়ে ততই তাদের লাভ। এদের রাজনীতির মূল উপাত্ত হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা- যাকে বাড়াতে হলে হিন্দু এবং মুসলমান- এভাবেই এক ভাষাভাষীর মানুষকে তাদের ভাগ করে দেখাতে হবে। কাজেই কলকাতা বইমেলায় আমাদের লেখকশিল্পীদের একটি বড় দল গেলে তাদের গাত্রদাহ হবারই কথা। সমলোচনাও হবার কথা।

আমি সেই 'সব' তথাকথিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদের কথাই বলছি- যারা ঢাকা-কলকাতার সরাসরি বাস পর্যন্ত চলতে দেবেন না বলে যখন তখন হুংকার ছাড়েন এবং জনসাধারণকে এও বোঝাতে চান যে, এই বাস চললে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যেও যখন সরাসরি বাস সার্ভিস চালু হয়েছে তখনও এরা মূর্খের স্বর্গে নিজেদের বসিয়ে রেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। সে কারণেই আমি বলতে চাই, প্রাচীনপন্থী এবং সাম্প্রদায়িক এইসব রাজনীতিবিদের মুখে ছাই দিতেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বাস সার্ভিস চালু করা উচিত। ভারত-বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক আর বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়ানো উচিত। যারা সমালোচনা বা কটাক্ষ করার তারা চিরদিনই তা করবে। ওদের সমালোচনা বা কটাক্ষে আধুনিক যুগের চাহিদাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিতে হবে কেন?

শুনলাম ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ থেকে ঢাকা-কলকাতার বাস সার্ভিস চালু করা হবে। এর আগেও বেশ ক'বার এ ধরনের দিনক্ষণ স্থির করা হয়েছিল কিন্তু বাস শেষ পর্যন্ত চলেনি। সংকটটা যে মূলত কোথায় তা সাধারণের জানার কথা নয়। কিন্তু এবার অন্তত যদি এই বাস না চলে তাহলে ধরেই নিতে হবে খোদ সরষের মধ্যেই ভূত আছে। আর এই ভূত তাড়াতে না পারলে সৌহার্দের অনেক পরিকল্পনাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

জানলাম, বইমেলায় যেতে সরকারি প্রতিনিধিদলের বাইরেও বহুসংখ্যক সাংবাদিক যাচ্ছেন। সাংবাদিকরা অবশ্য বাসে করে সরাসরি যাবেন ঢাকা থেকে কলকাতা। সরকারি দলের সদস্যরা বিমানে করে।

এই দু' দলের একটিতেও আমার অবশ্য যাওয়া হচ্ছে না। বেশ আগে থেকেই ফেব্রুয়ারির ১লা সপ্তাহে পারিবারিকভাবে আমদের কলকাতা যাবার কথা ছিল। সেই সুযোগে বইমেলাটাও এবার ঘুরে আসা হবে- এমন চিন্তাভাবনা করেছিলাম। তেমন কোন অসুবিধে না হলে হয়তো যাবোও। বিশেষ করে আমার 'রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা' পুস্তকটা প্রকাশক ইউপিএল যখন প্রথম ছাড়ছে কলকাতা বইমেলাতেই, তখন এক রকমই একটা পরিকল্পনা স্থির ছিল আগে থেকে।

ঢাকার বাংলা একাডেমির বইমেলায় পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরা-আসামের শত শত বাঙালি এসে যোগ দেন। প্রতি বছর এরা আসেন ঐতিহ্যবাহী এই বইমেলায় যোগ দিতে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে। এ টান ভাষা সাহিত্যের, আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের। কাজেই কলকাতা বইমেলায় এপারের বাঙালিরা যাবে না- এটা হয় না। আমার বিশ্বাস, ঢাকার বাংলা একাডেমির বইমেলার মতো কলকাতা বইমেলাও বাঙালির এক মিলনমেলায় রূপান্তরিত হবে। আমাদের বই আমাদের সবাইকে এক করবে। আদান-প্রদান ঘটবে মনের, মননের, চিন্তার আর চেতনার।

অন্যদিকে বাংলাদেশের লেখক আর প্রকাশকদের বিভিন্ন ধারার কর্মের পরিচিতি ঘটবারও একটা বড় উপলক্ষ হবে এই বইমেলা। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বেশ কিছু প্রকাশক স্টল খুলছেন মেলাতে। এই সংখ্যা আগের অন্যান্যবারের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের লিটল ম্যাগাজিন নিয়েও স্টল বসাচ্ছে কেউ কেউ। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা-আসামের বাঙালি পাঠকের মধ্যে বাংলাদেশের বই পড়ার বেশ আগ্রহ আছে। অনেককাল থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আসছি। কিন্তু আগ্রহ থাকলে কি হবে, বই পাবার সুযোগ নেই তাদের। কলকাতার বই যেমন আমরা ঢাকার অনেক জায়গাতেই পেয়ে থাকি, আমাদের বই ওরা খুঁজলেও নাকি পাননা। এ অভিযোগ প্রায় সবার।

সে কারণে আমি মনে করি, কলকাতায় এবং আগরতলায় বাংলাদেশের প্রকাশকদের উদ্যোগে দুটি স্থায়ী বুক স্টল স্থাপন করা উচিত। এইসব স্টলে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা থেকে সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান আর শিক্ষা বিষয়ক বই থাকবে- যাতে আগ্রহী পাঠকরা তা যখন তখন কিনতে পারেন। আমার সর্বতো বিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরার রাজ্য সরকারগুলো অবশ্যই এ ব্যাপারটিতে সহযোগিতা জোগাবে। খুব সম্ভবত পশ্চিবঙ্গের সংস্কৃতিমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিজেও একবার এ ধরনের একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন। পত্রিকার খবরে সেরকমই পড়েছি। এও আমার ধারণা যে, এই বুক স্টলগুলো ক্রমান্বয়েই সুপরিচিত হয়ে উঠবে ওপারের বাংলাভাষীদের কাছে এবং আর্থিকভাবেও ওগুলো অলাভজনক হবে না।

সম্প্রতিককালে আগরতলার বইমেলাতেও বাংলাদেশের পুস্তক ব্যবসায়ীরা যেতে শুরু করেছেন। ভবিষ্যতে হয়তো আরও যাবেন। কিন্তু বছরে মাত্র আট-দশ দিনের জন্য গিয়ে গোটা বছরের বই ক্রয়ের চাহিদা মেটানো একেবারেই অসম্ভব। সে কারণেই অন্তত কলকাতা আর আগরতলায় বাংলাদেশের পুস্তকের স্থায়ী স্টল চাই। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিষয়টি অনুধাবন করবেন